শিফোরা লেডিস বিউটি পার্লার

গোলবাজার, (কংগ্রেস ভবনের বিপরীত গলিতে, দুধের ডিপোর আগে), অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা।

এখানে মেকআপ, হেয়ার, স্কিন-এর সব কাজ যত্ন নিয়ে করা হয়।

ফোন : 6296011219

গ্রামবাংলার খবর

সংবাদ ও সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

বই প্রকাশ,
সম্পাদনা,
প্রুফ রিডিং
যত্ন নিয়ে করি।

যোগাযোগ
7679520350
9748282987

www.grambanglarkhabar.com | grambanglarkhabar | বর্ষ - ২৬ | সংখ্যা: ৪ | ৫-২০ জুন ২০২৬ | ৫ আষাঢ় ১৪৩৩ | মূল্য ঃ ৫ টাকা

মুখ ঢেকে যায় মুখোশে

ছবি : সন্দীপ পাঠক

স্বচ্ছ ভারত হোক, কিন্তু এ কেমন উৎপাত রেলকর্মীদের?

সংবাদদাতা : রাজ্যে বিজেপি সরকার আসার পরে রেল দফতর প্রতিটি স্টেশন সাফ করতে শুরু করেছে। বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ বা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে হকার উচ্ছেদের মাধ্যমে প্রতিটি রেল স্টেশন এলাকা অর্থাৎ রেলের জায়গা পরিষ্কার করার কাজ শুরু হয়েছে। রেলের এই অমানবিক পদক্ষেপ অগণিত মানুষকে চরম অসহায় অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এর পাশাপাশি গত ৩০ মে শনিবার বেলা ১২.৪০ মিনিট নাগাদ বারাসাত জংশন স্টেশনের ৩ নং প্লাটফর্মে যে ছবি দেখা গেল তাতে মনে হচ্ছে, রেল দফতর যাত্রীদের কড়া অনুশাসনের মধ্যেও নিয়ে আসতে চাইছে। স্বচ্ছ ভারত প্রকল্প কার্যকর করার লক্ষ্যে একধরনের অত্যাচার শুরু করেছে বললে ভুল হবে না। গঙ্গা যমুনা-সহ অন্যান্য নদনদী আবর্জনায় ভরে গেলেও, 'উন্নয়ন'-এর প্রয়োজনে বনজঙ্গল সাফ করে পরিবেশকে বিপদজনক করে তোলা হলেও রেলপথ ও সড়কপথকে ঝাঁ চকচকেই করতেই হবে। এই বোধহয় স্বচ্ছ

দুই পাতায়

একটু বৃষ্টিতেই হাবড়ায় জলমগ্ন স্কুলের পথ, বিপাকে পড়ুয়ারা

অমর চক্রবর্তী : একটু বৃষ্টি হলেই জলে ভেসে যায় হাবড়া গার্লস স্কুলের সামনের পথ। হাবড়া পুরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের আশুতোষ কলোনী-ইন্দিরা সরণি এবং স্কুল রোডের সংযোগকারী এই পথ দিয়েই যাতায়াত করে অগণিত পড়ুয়া ছাড়াও স্থানীয় বহু মানুষ। আশুতোষ কলোনী, হিজলপুকুর-সহ দক্ষিণ হাবড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ এই পথেই স্টেশনে যাতায়াত করেন। অথচ, গত একবছর ধরে এই রাস্তা এমন বেহাল অবস্থায় রয়েছে। অভিযোগ, গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তার এমন পরিস্থিতি নিয়ে হাবড়া পুর-প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। ফলে হাবড়ার দুটি প্রধান স্কুল, হাবড়া হাইস্কুল ও গার্লস স্কুল ছাড়াও দুটি প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়ারা জলমগ্ন রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করতে বাধ্য হয়। জুতো মোজা ভিজিয়ে ক্লাস করতে বাধ্য হয় তারা। আর এর ফলে বহু ছাত্রছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে বলেও অভিযোগ। জানা গেছে, বছর খানেক আগে স্কুল রোডের (বড়ালিয়া রোড থেকে স্টেশনের ওভারব্রিজ পর্যন্ত) সংস্কারের কাজ চলতে চলতে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে গার্লস স্কুলের সামনের পথ বা ইন্দিরা সরণি ও স্কুল রোডের সংযোগকারী পথে জলনিকাশি ব্যবস্থার কাজও আর হয়নি। সেই থেকেই বর্ষায় এই পথে পড়ুয়াদের ভোগান্তি চলছে। পড়ুয়াদের নিত্যদিনের পথ এই রাস্তার এই অবস্থা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন স্থানীয় প্রবীণ নাগরিক, ছাত্রছাত্রীদের হিতাকাঙ্ক্ষী দেবদাস চট্টোপাধ্যায়। সম্প্রতি তিনি জানান, ছাত্রছাত্রীদের চরম দুর্ভোগের এই বিষয়টি একাধিকবার পুরপ্রধান এবং স্থানীয় কাউন্সিলারের নজরে আনা হয়েছে। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। এনিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। শিক্ষার উন্নতিতে পড়ুয়াদের স্বার্থে যত দ্রুত সম্ভব এই পথে জলনিকাশি ব্যবস্থা করার জন্য পুর-প্রশাসনের প্রতি এদিন তিনি আবেদন জানান।

থমকে থাকে না জীবন

বিক্রম পাল

বুলডোজারের লোহার থাবায় ভাঙল
আমার ঘর,
এক নিমেষে আপন মানুষ হইয়া
গেল পর।
রেললাইনের ধারের ওই যে ছোট্ট ভাঙা
দোকান,
সেথায় লুকায় আমার মতো হাজার
হকারেরই প্রাণ।

লোহার গাড়ি গুঁড়িয়ে দিল বাঁচার সম্বল,
চোখের জলে ভাসল রে ভাই বুকের
পাঁজরের বল।
সকালবেলায় সাজাইয়াছিলাম রঙিন
পসরা,
দুপুর গড়াতেই দেখি সব হইয়া গেল
ছাই-কয়লা।
হাতে লাঠি, পুলিশের বাঁশি, চারদিকে
চিল চিৎকার,
গরিবের এই ভাঙা ঘরে নাই কি বিচার
আর?
কেউ তো দেখল না রে আমার শিশুর
মুখের হাসি,
আজকে আমার গলার ফাঁসি, চোখের
জলের নদী।
আমরা তো চোর-ডাকাত নই, পেটের
তাগিদে খাটি,
রেলের ধারের এই ধুলোতেই জীবন
আমাদের খাঁটি।
আজ উচ্ছেদ অভিযানে ভাঙলো মাথা
গোঁজার ঠাঁই,
যাবো কোথায়, কার কাছে যাই, কোনো
উত্তর নাই।
আইন তোমাদের বড় শক্ত, বড় কঠিন
কথা,
বুঝল না কেউ হকারগুলোর বুকের
গহীন ব্যথা।
বুলডোজারটা চালাইয়া দিলে
রুজি-রুটির ঘরে,
একটু মায়াও জাগল না কি ওই পাথরের
অন্তরে?
লোহার দানব চলে গেল ধুলোবালি
ওড়ায়ে,
আমাদের সব রঙিন আশা মাটির সাথে
মিলায়ে।
আবার আমরা দাঁড়াবো রে ভাই, বুক
বাঁধিয়া আশা,
ঘামের দামেই কিনব আবার নতুন
ভালোবাসার বাসা।
আজকে যে ঘর ভাঙল জোরে, কাল
গড়ে তুলব তায়,
জীবন তো আর থমকে থাকে না
বুলডোজারের ডরে!
লোহার গাড়ি গুঁড়িয়ে দিল বাঁচার সম্বল,
চোখের জলে ভাসল রে ভাই বুকের
পাঁজরের বল। ছবি : **গৌতম সমাদ্দার**

সাধারণ মানুষের পক্ষে সংবাদ পরিবেশনই আমাদের লক্ষ্য

নজরে রাখুন
গ্রামবাংলার খবর পাক্ষিক সংবাদপত্র
গ্রামবাংলার খবর অনলাইন
grambanglarkhabar.com
সাহিত্য চর্চার নয়া পরিসর 'খাগ' অনলাইন
khag.grambanglarkhabar.com
এবং ফেসবুক পেজে।

UPI ID: diliproy.journalist@oksbi

আমাদের আবেদন, স্বাধীন এই সংবাদ মাধ্যমকে আর্থিক অনুদান দিয়ে বাঁচিয়ে রাখুন।

হাসপাতালে-খেলার মাঠে 'একটি গাছ মায়ের নামে' কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ বিধায়ক ডা: সুময় হীরার

অমর চক্রবর্তী : বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে ৫ জুন শুক্রবার রাজ্যজুড়ে 'একটি গাছ মায়ের নামে' আহ্বান জানিয়ে বর্ষব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযানের সূচনা করেছে রাজ্য সরকার। এদিন বিধাননগরের নলবনে এই কর্মসূচির সুচনা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে সারা রাজ্যের পাশাপাশি অশোকনগরেও এই কর্মসূচি পালিত হয়। এদিন সকালে অশোকনগর রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে 'একটি গাছ মায়ের নামে' কর্মসূচিতে অংশ নেন অশোকনগরের বিধায়ক ডা: সুময় হীরা। সঙ্গে ছিলেন হাসপাতালে সুপার ডা: তরুণ বালা এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার-সহ কর্মচারীবৃন্দ। হাসপাতাল সুপার জানান,

হাসপাতালে রোপণ করা চারাগুলিকে যত্ন করে বড় করে তোলা হবে। অন্যদিকে বিধায়ক ডা: হীরা জানান, বিশ্ব উষ্ণায়ন বাড়ছে। সে কারণেই সরকারের নির্দেশমতো বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষরোপণ

দুই পাতায়

গ্রামবাংলার খবর
বর্ষ - ২৬ সংখ্যা - ৪
৫ আষাঢ় ১৪৩৩

কোন পথে দেশ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে দেশজুড়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ক্রমশ সঙ্কুচিত হচ্ছে। বিরোধী কণ্ঠস্বরকে নানা ভাবে দমিয়ে রাখার জন্য মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত করে আটক করা হয়েছে স্বাধীন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি থেকে শুরু করে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতানেত্রীদের। প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হচ্ছে স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম। সম্প্রতি বিহারে প্রতিবাদী ইউটিউবার ভরত ভূষণ তিওয়ারিকে (২৮) গুলি করে হত্যা করেছে পুলিশ। এরপর 'এনকাউন্টার'-এর দাবি করেছে। বিচারের সুযোগ ছাড়াই এভাবে চলছে হত্যা। নীট প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়াকে কেন্দ্র করে প্রায় ১৮ জন পড়ুয়ার আত্মহত্যার নির্মম ঘটনার পর ককরোচ জনতা পার্টির নেতৃত্বে দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ অবস্থান করছে পড়ুয়ারা। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা দাবি করে লাগাতার অবস্থান চললেও এনিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও পদক্ষেপ করেনি। উল্টে শাসকদল এই আন্দোলনেও বিদেশী হাত, পাকিস্তানের চক্রান্ত খুঁজছে। সরকার বিরোধী যেকোনও আন্দোলনকেই দেশবিরোধী এবং সরকার বিরোধী মত প্রকাশকে দেশদ্রোহী বলে দেগে দেওয়াই বর্তমান শাসকদলের রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পাশাপাশি, শাসকদলের কর্মী-সমর্থকরা আইন নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছে। এ রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর সদ্য প্রাক্তন শাসকদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পুলিশের উপস্থিতিতে যেভাবে হেনস্থা করছে, ডিম ছুঁড়ে মারছে, আক্রমণ করছে তা নজিরবিহীন। অভিযুক্তকে মাজায় দড়ি বেঁধে রাস্তায় হাঁটাচ্ছে পুলিশ। সম্পূর্ণ বেআইনি ও অমানবিক এই দৃশ্য প্রতিনিয়ত সামনে আসছে। এদিকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে স্বল্প সময়ের নোটিশে বিভিন্ন রেলস্টেশন-সহ বিভিন্ন জায়গায় বুলডোজার নামিয়ে চলছে উচ্ছেদ। অনুপ্রবেশকারীদের দেশ থেকে তাড়ানোর ঘোষিত দাবি পূরণে বিচারবিভাগীয় প্রক্রিয়া ছাড়াই শুরু হয়েছে 'পুশব্যাক'। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ও বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিডিআর)-এর ঠেলাঠেলিতে খোলা আকাশের নীচে শিশু-সহ অসহায় পরিবারের বসে থাকার অমানবিক ছবিও আমাদের সামনে ভেসে উঠছে। বিচারের সুযোগ না দিয়ে, আদালতের সামনে না দাঁড় করিয়ে, এমন পদক্ষেপ আইনের দিক থেকে ও মানবিকতার দিক থেকে যুক্তিযুক্ত কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। প্রশ্ন উঠছে, কোন পথে চলছে দেশ?

কেমন উৎপাত রেলকর্মীদের?

এক পাতার পর

ভারত পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য! এদিন যে চিত্র দেখা গেল বারাসাতে সে প্রসঙ্গে আসা যাক। একটি যুবককে রেললাইনে থুতু ফেলার অপরাধে আটক করেছে এক মহিলা রেলকর্মী। তার কাছে ২০০ টাকা ফাইন দাবি করছে। ২২-২৫ বছরের সাধারণ ঘরের যুবকের কাছে ২০০ টাকা না থাকাটাই স্বাভাবিক। ওই যুবকের অসহায় মুখচোখ দেখে এই প্রতিবেদক কর্তব্যরত রেলকর্মীকে অনুরোধ করেন, ও তো ভুল করে ফেলেছে, ছেড়ে দিন। মহিলা রেলকর্মী বক্তব্য, আপনি আপনার কাজে যান। আমাকে আমার কাজ করতে দিন। না হলে ২০০ টাকা ফাইন দিয়ে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে যান। তখন প্রতিবেদক বলেন, এমন ব্যবস্থায় তো মানুষ অভ্যস্ত নয়। আপনারা পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে ঘোষণা করে যাত্রীদের সচেতন করুন, তারপর এমন কড়া পদক্ষেপ নেবেন। তার জবাবে ওই রেলকর্মী বলেন, আমরা কি করব তা আপনার থেকে শুনতে চাই না। এরপর, এটা ঠিক হচ্ছে না বলে প্রতিবেদককে চলে আসতে হয়। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে, যাত্রীদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি না করে বা কোনও রকম ঘোষণা না করে এমন কড়া পদক্ষেপ নেওয়া যায় কি? মেট্রো রেল যেমন প্রথম থেকে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বেশকিছু কড়া পদক্ষেপ করার ফলে পরিচ্ছন্ন থাকে মেট্রো রেলের সমস্ত জায়গা, পূর্ব রেল কি তেমন কিছু করেছে? একসময় ট্রেনে এবং প্লাটফর্মে ধূমপান চালু থাকলেও রেল এনিয়ে কড়া পদক্ষেপ করার ফলে এখন রেলের পরিসরে কেউ ধূমপান করে না। যত্রতত্র ময়লাও ফেলে না। বিনা টিকিটের যাত্রী এখন প্রায় নেই বললেই চলে। এসব হয়েছে রেলের তরফে যাত্রীদের উদ্দেশ্যে লাগাতার ঘোষণায় ও সতর্কবার্তায়। তেমন ঘোষণা না করে এমন তুঘলকি পদক্ষেপ বা উৎপাত কেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এখন রেলে যাতায়াত করলে বাদামের খোসা, বাদাম-চানাচুরের প্যাকেট, জলের বোতল-সহ যেকোনও ময়লা আবর্জনা ডাস্টবিন খুঁজে তাতে ফেলুন। হাঁচি-কাশি, থুতু-কফ ফেলতে হলে খুঁজে নিয়ে বেসিনে ফেলুন, আর না পেলে এসব ফেলার ব্যবস্থা সঙ্গে রাখুন বা গিলে খান। এর অন্যথা হলে ফাইন বা জরিমানা দিতে হবে। আর না দিতে পারলে জেলে যেতে হবে। ফলে সাবধান! এমন অমানবিক রেলকর্মীর পাল্লায় পড়লে পকেটে কাটা যাবেই অথবা জেলে যেতে হবেই।

'একটি গাছ মায়ের নামে'

এক পাতার পর

করা হয়েছে। অশোকনগর হাসপাতালে কুড়িটি গাছের চারা রোপণ ছাড়াও এদিন অশোকনগর স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (এএসএ)-এর সহযোগিতায় আয়োজিত অশোকনগর স্টেডিয়াম (বিধানচন্দ্র রায় ক্রীড়াঙ্গন)-এ এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেন ডা: সুময় হীরা। প্রসঙ্গত, অশোকনগরের ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়া সংগঠন এএসএ-র হাতে দীর্ঘদিন ধরে স্টেডিয়াম পরিচালনার দায়িত্ব ছিল। কিন্তু প্রাক্তন বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীর আমলে অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভা এই স্টেডিয়ামের দায়িত্বভার এএসএ-র থেকে কেড়ে নেয়। এনিয়ে অশোকনগরের ক্রীড়াপ্রমী মানুষ এবং ক্রীড়া সংগঠকরা ক্ষুব্ধ। বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর ডা: সুময় হীরার নির্দেশে এদিন এএসএ-র উদ্যোগে স্টেডিয়ামে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত হয়। এদিন বিধায়ক জানান, পুরসভা এবং এএসএ কর্মকর্তাদের নিয়ে শীঘ্রই তিনি বৈঠকে বসবেন এবং সুষ্ঠু সমাধানের রাস্তায় হাঁটবেন। অন্যদিকে এএসএ-র সম্পাদক সৌমিত্র ঘোষ বিধায়কের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এতদিন অনুপস্থিত থাকা এএসএ-র সদস্য বিরাজ ঘোষ, মলয় গুপ্ত, সংস্থার সভাপতি সুভাষ কুন্ডু, বরুণ দাস, পিন্টু হালদার, উদয় শঙ্কর দাস-সহ বহু প্রবীণ সদস্য এদিন অশোকনগর স্টেডিয়ামে আনন্দের সঙ্গে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। এদিন সৌমিত্র বাবু জানান, অশোকনগর খেলাধুলায় সবসময় এগিয়ে থাকে। দীর্ঘদিন ধরেই সেই ধারাকে অব্যাহত রেখেছে অশোকনগর স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন। গত শাসকের তুঘলকি ভূমিকায় তারা ব্যথিত হয়েছিলেন। স্টেডিয়ামের দায়িত্বভার তাদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেসব দিন চলে গেছে, এখন সুদিন ফিরছে। ডাক্তার হীরার নির্দেশে তাঁরা আজ বৃক্ষরোপণ করলেন। এছাড়াও তাদের ঐতিহ্যমন্ডিত মাস্টারদা স্মৃতি শিল্ড, লীগের খেলা-সহ অন্যান্য ক্রীড়া অনুষ্ঠানও তারা দায়িত্বের সঙ্গে পালন করবেন।

বিরোধী কণ্ঠস্বর দমনে তদন্তকারী সংস্থাগুলোর প্রয়োগে নেহরুকে ছাপিয়ে গেছেন মোদি

পি. রমণ

বিরোধী নেতাদের দমন করতে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দাঙ্গা উসকে দিতে তদন্তকারী সংস্থাগুলোর প্রয়োগে দেশের দীর্ঘতম মেয়াদের প্রধানমন্ত্রী নিশ্চিতভাবেই জওহরলাল নেহরুকে ছাড়িয়ে গেছেন। তবে তাঁর জন্য দুর্ভাগ্যজনক হলো, আদালত এখন একের পর এক এমন সব মিথ্যা মামলা খারিজ করে দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোদির ১২ বছরের শাসনকাল মিথ্যা আইনি লড়াই এবং আদালতে ধসে পড়া মামলার এক বিশাল স্তূপ বা 'কবরস্থান' তৈরি করেছে। ২০২০ সালের দিল্লির সহিংসতার কথা বিবেচনা করা যাক, যেখানে ৫০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হন। যাদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলিম। ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) জন্য 'গুজরাট-মডেলের' স্থায়ী ভোটব্যাংক তৈরির লক্ষ্যে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে ওই দাঙ্গা ঘটানো হয়। কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা এই দাঙ্গার ঘটনায় রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিদের নির্দেশে ৭৫৮টিরও বেশি মামলা দায়ের করেছিল পুলিশ। এর অধিকাংশই ছিল সংখ্যালঘু এবং বিরোধী দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে। বিভিন্ন আদালতে বছরের পর বছর ধরে এসব মামলার বিচার চলেছে। এখন বিচারব্যবস্থার সামনে সেই পুলিশি মামলাগুলোই ধসে পড়ছে। অভিযুক্তদের মুক্তি দেওয়ার সময় বিভিন্ন আদালত পুলিশের বিরুদ্ধে বড় আকারের প্রমাণ তৈরি করা বা সাজানোর বিষয়টি উল্লেখ করেছে। এমনকি কোনও কোনও বিচারক এর জন্য দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছেন। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, রায় ঘোষিত হওয়া ১২৬টি মামলার মধ্যে ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রেই অভিযুক্তদের বা ভুক্তভোগীদের মুক্তি দিয়েছে আদালত। অনেক ক্ষেত্রেই আদালত লক্ষ্য করেছে যে, পুলিশের আনা অভিযোগগুলো ছিল একই ধরনের; যেন একে অপরের 'কার্বন কপি'। 'ভারতের অখণ্ডতাকে হুমকির মুখে ফেলার' বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে সহিংসতাটি 'পূর্বপরিকল্পিত' ছিল; পুলিশের এই দাবির সপক্ষে কোনও জোরালো প্রমাণ আদালত খুঁজে পায়নি। বিশ্বাসযোগ্য তথ্য বা প্রমাণ তুলে ধরার ক্ষেত্রে পুলিশের ব্যর্থতার বিষয়টি একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে।

মুক্ত গণমাধ্যমের উপর আক্রমণ

মুক্ত গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যে দমন-পীড়ন বা 'উইচ-হান্ট' (witch-hunt) চালিয়েছেন, তাতেও একই পথের অনুসরণ দেখা গেছে। 'নিউজক্লিক' (NewsClick)-এর ঘটনাটি রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ানের মতো কঠোর ও কৌশলী স্বৈরাচারীদেরও লজ্জা দেবে। পুলিশ এই সংবাদ পোর্টালের সাংবাদিকদের ওপর অভিযান চালিয়েছে এবং তাদের অনেককে দিনের পর দিন জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। অনেককে ভীত-সন্ত্রস্ত করা হয়েছে এবং চাকরি ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে।

নিউজক্লিক নিজেও তার কার্যক্রমের পরিধি ব্যাপকভাবে সংকুচিত করতে বাধ্য হয়েছিল। অথচ আদালত এখন দেখতে পেয়েছে যে, অর্থ পাচার ও অর্থনৈতিক অপরাধ সংক্রান্ত সমস্ত অভিযোগই ছিল নিছক মনগড়া ও ভিত্তিহীন গল্প। স্পষ্টতই, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর ওপর এমন নির্লজ্জ দমন-পীড়ন চালানোর জন্য চাপ ছিল। আদালত উল্লেখ করেছে যে, এ বিষয়ে যেসব কাহিনী প্রচার করা হয়েছিল তা ছিল 'সাজানো, অত্যধিক অতিরঞ্জিত এবং সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য'।

বিরোধীদের শায়েস্তা করতে ক্ষমতার অপব্যবহারের বিষয়টি আদালতের কঠোর পর্যবেক্ষণে উঠে আসাটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত স্বস্তিদায়ক। কিন্তু এটুকুই কি যথেষ্ট? ভবিষ্যতে অসাধু শাসকগোষ্ঠী, তাদের দোসর কিংবা অন্য কোনও একদল কর্মকর্তা যে ক্ষমতার অনুরূপ অপব্যবহার করবে না; তার নিশ্চয়তা কী? আইনের শাসনের প্রতি বর্তমান শাসকদের অবজ্ঞার বিষয়টি তো সর্বজনবিদিত।

এটি সমতাভিত্তিক ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নও সামনে নিয়ে আসে। রাজনৈতিক নিপীড়নের শিকার শত শত মানুষের মানসিক যন্ত্রণা এবং কারাগারে কাটানো দীর্ঘ বছরগুলোর কী হবে? নিরপরাধ রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর এই মানসিক যন্ত্রণা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য কাকে দায়ী করা হবে? বর্তমানে এমন কোনো আইন নেই যা নিরপরাধ মানুষের ওপর কষ্টদায়ক অপরাধের হোতাদের শাস্তি দিতে পারে; এমনকি আদালতে তাদের দায়ের করা মামলাগুলো যদি ধোপে না-ও টেকে, তবুও নয়। আর এভাবেই নীতিহীন নির্বাহী কর্তৃপক্ষ এমন সব কর্মকাণ্ড চালিয়ে পার পেয়ে যায়।

একটি সংবাদমাধ্যম এখন এই আইনি ঘাটতি বা শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে আইনি বিধান তৈরির প্রস্তাব দিয়েছে। 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' তাদের এক সম্পাদকীয়তে বলেছে, 'এখন সময় এসেছে এই আলোচনাকে এগিয়ে নেওয়ার এবং তদন্ত প্রক্রিয়ায় কোনও ব্যাঘাত না ঘটিয়েই জবাবদিহি নিশ্চিত করার মতো একটি কাঠামো গড়ে তোলার।' এই প্রস্তাব কি আমাদের কর্তৃত্ববাদী শাসকদের কানে সুমধুর ঠেকবে? বর্তমান শাসকদের অধীনে কি আদৌ এমন কোনও উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব?

বিজেপির রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের ওপর বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী ও তদন্তকারী সংস্থার ধারাবাহিক আক্রমণ তাদের জন্য বিপর্যয়কর প্রমাণিত হয়েছে। মোদীর 'রূপান্তরমূলক নেতৃত্বের' ১২ বছর পার হওয়ার পর, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার প্রক্রিয়াটি এখন যেন এক 'মিশন মোড' বা বিশেষ অভিযানের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। ফলে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এবং সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)-এর মতো সংস্থাগুলোর করা অদ্ভুত সব দাবি আদালত আর সহজে মেনে নিচ্ছে না।

মামলার পাহাড়, কিন্তু ফলাফলের ঝুলি শূন্য

গত দশ বছরে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) যে ১৯৩টিরও বেশি মামলা দায়ের করেছে, তার মধ্যে মাত্র দুটিতে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে; গত বছর রাজ্যসভায় এ তথ্য জানিয়েছেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী। মোট মামলার মধ্যে ১৩৮টি; অর্থাৎ ৭১ শতাংশ দায়ের করা হয়েছে গত পাঁচ বছরে, অর্থাৎ ২০১৯ সালে বিজেপি ক্ষমতায় ফেরার পর।

ইডি-র দায়ের করা মামলাগুলোতে দোষী সাব্যস্ত হওয়া দুজনই ছিলেন ঝাড়খণ্ডের রাজনৈতিক নেতা। ২০১৭ সালে 'প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট, ২০০২' (পিএমএলএ)-এর আওতায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী হরি নারায়ণ রাইকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়; অন্যদিকে, রাজ্যের আরেক প্রাক্তন মন্ত্রী আনোশ এক্কাকে ২০২০ সালে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ২ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়।

তবে সামগ্রিকভাবে, ২০১৪ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে সারা দেশে ইডি মানি লন্ডারিংয়ের ৫,২৯৭টি মামলা দায়ের করেছিল বলে জানা গেছে। একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, এর মধ্যে মাত্র ৪৩টি মামলার বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। তা সত্ত্বেও, সংস্থাটি পিএমএলএ-র অধীনে মামলাগুলোতে ৯৩ শতাংশ সাফল্যের দাবি করেছে। আইন বিশেষজ্ঞরা অবশ্য এই দাবি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের মতে, ৯৩ শতাংশের এই দাবি আসলে পরিসংখ্যানের কারসাজি বা চালাকি, যা জনগণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। তাঁরা প্রশ্ন তুলছেন; যদি এক দশকে প্রায় ৬,০০০ মামলার তদন্ত হয়ে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মাত্র ১৫ জন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হন (যেমনটা প্রতিবেদনে

তিন পাতায়

‘হয়তো মানুষ সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আরও সাহস পাবে’, বললেন নিউজক্লিক সম্পাদক প্রবীর পুরকায়স্থ

অনিন্দ্য হাজরা

নিউজক্লিক-এর সম্পাদক প্রবীর পুরকায়স্থের বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি এফআইআর এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর মামলা খারিজ করার নির্দেশ দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। ১০ জুন দিল্লি হাইকোর্টের এই রায় প্রকাশের পর তা নিয়ে ‘অল্টনিউজ’-এর সঙ্গে কথা বলেন প্রবীণ সাংবাদিক প্রবীর পুরকায়স্থ। এই রায়, আইনি প্রক্রিয়ার ফলে হওয়া মানবিক ভোগান্তি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস’-এর ভূমিকা এবং ভারতে স্বাধীন সাংবাদিকতার ভবিষ্যতের ওপর এই রায়ের প্রভাব নিয়ে অল্টনিউজ-এর সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। প্রবীর পুরকায়স্থ এবং নিউজক্লিক-এর বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের মামলাটি ২০২০ সালে দায়ের করা হয়। অভিযোগ ছিল, ভারতের সংবাদমাধ্যমের পরিসরে চীন-পন্থী বিষয়বস্তু প্রচারের উদ্দেশ্যে চীন-ভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সংস্থাটি মোট ৩৮ কোটি টাকার বিদেশি অর্থ সহায়তা পেয়েছে। এর মধ্যে ২০১৮ সালের এপ্রিলে যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক ‘ওয়ার্ল্ডওয়াইড মিডিয়া হোল্ডিংস এলএলসি’-র কাছ থেকে প্রাপ্ত ৯.৫৯ কোটি টাকা এবং ২০১৮ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে পাওয়া আরও ২৮ কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০২৩ সালে দিল্লি পুলিশ ‘বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন’ বা ইউএপিএ-র ধারা প্রয়োগ করে। পুলিশের অভিযোগ ছিল, এই অর্থ লেনদেনের সূত্রটি ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যবসায়ী নেভিল রয় সিংহামের সঙ্গে যুক্ত, যার বিরুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগ রয়েছে। ২০২৩ সালের অক্টোবরে ‘নিউজক্লিক’-এর সম্পাদক এবং মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান অমিত চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করা হয়। একই অর্থায়নের সূত্রের (ফান্ডিং ট্রেইল) অভিযোগে দিল্লি পুলিশ পুরকায়স্থকেও ইউএপিএ (UAPA) আইনের আওতায় গ্রেপ্তার করে। ২০২৪ সালের মে মাস পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে ছিলেন তিনি। এরপর সুপ্রিম কোর্ট তাঁর জামিনের আদেশ দেয়। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, তাঁকে গ্রেপ্তার ও রিমান্ডে নেওয়ার প্রক্রিয়াটি ছিল বেআইনি। সম্প্রতি এক কঠোর পর্যবেক্ষণে বিচারপতি নিনা বনসাল কৃষ্ণা মন্তব্য করেছেন যে, ইডি-র এই মামলা চালিয়ে যাওয়া ছিল ‘আইনি প্রক্রিয়ার চরম অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নয়...’। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এই আইনি কার্যক্রম কেবল দুরভিসন্ধিমূলকই ছিল না, বরং তা ছিল স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার ওপর এক স্বেচ্ছাচারী আক্রমণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহার। এখানে ‘অল্টনিউজ’-এর সঙ্গে পুরকায়স্থের কথোপকথনের কিছু অংশ তুলে ধরা হলো: **দিল্লি হাইকোর্টের এই রায় সম্পর্কে আপনার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া কী?**

স্বস্তির একটা অনুভূতি কাজ করছে। তবে একই সঙ্গে, আমি এই অনুভূতিকে খুব বেশি বাড়িয়ে দেখতে চাই না, কারণ আরও কিছু

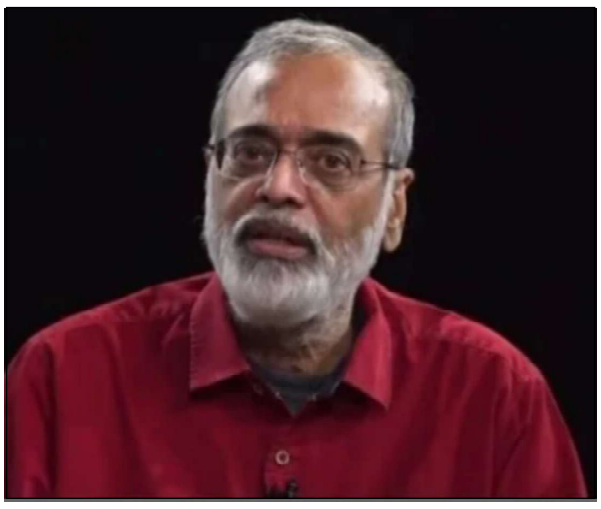

মামলা এখনও বিচারাধীন এবং তারা দিল্লি হাইকোর্টের এই রায়কে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করার পরিকল্পনা করছে। তাই আমরা ধাপে ধাপে এগোচ্ছি। তবে তা সত্ত্বেও, ‘নিউজক্লিক’, আমার ব্যক্তিগত জীবন এবং বৃহত্তর সাংবাদিক সমাজের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

গত ছয় বছরে এইসব অভিযোগ ‘নিউজক্লিক’-এর ওপর কী প্রভাব ফেলেছে?

নিউজক্লিক-এর জন্য এ ছিল এক বিশাল আঘাত। আর সেই ধাক্কা সামলে ওঠা মোটেও সহজ ছিল না। তবে এর প্রভাব কেবল প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, এর সাথে জড়িত মানবিক ক্ষতির দিকটিও বিবেচনায় নেওয়া জরুরি। সাংবাদিকরা হঠাৎ করেই তাঁদের চাকরি হারিয়েছিলেন।

এই পুরো ঘটনায় কতজন মানুষ চাকরি হারিয়েছিলেন?

আমাদের সাথে দুই ধরনের কর্মী কাজ করতেন; বেতনভুক্ত সাংবাদিক এবং স্বতন্ত্র অবদানকারী বা ইনডিপেন্ডেন্ট কনট্রিবিউটর্স। সব মিলিয়ে এই সংখ্যাটি ছিল প্রায় ৭৫-৮০ জনের মতো।

আপনার গ্রেপ্তারের পর নিউজরুমের কী অবস্থা হয়?

বিশেষ করে আমার গ্রেপ্তারের পর পরিস্থিতির ওপর যে প্রভাব পড়ে, তাকে কেবল ‘মারাত্মক’ বললে কম বলা হবে। কার্যত প্রতিষ্ঠানটি আর কাজ চালিয়ে যেতে পারছিল না। এটাই ছিল মূল সমস্যা। অধিকাংশ কর্মী বিকল্প কর্মসংস্থান খুঁজতে বাধ্য হয়েছিলেন। দীর্ঘ সময় ধরে তাঁদের পাওনা অর্থ আটকে রাখা হয়, যার মধ্যে প্রভিডেন্ট ফান্ডের জমানো টাকাও রয়েছে। ‘নিউজক্লিক’-এর সাথে যুক্ত সেই ৭৫-৮০ জন মানুষের ওপর দিয়ে বড় ধরনের ধকল যায়। এমনকি আজও প্রায় ২৫-৩০ জন মানুষ কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন এবং মূলত আংশিক সময়ের কাজের ওপর নির্ভর করে টিকে আছেন। এর পেছনে দুটি বড় কারণ কাজ করেছে। প্রথমত, তাঁদের অনেকেরই পেশাগত বিশেষ দক্ষতা গড়ে উঠেছিল। দ্বিতীয়ত, অনেক সংবাদমাধ্যমের কাছেই ‘নিউজক্লিক’ থেকে কাউকে নিয়োগ দেওয়াটা একটি প্রশ্নের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তদন্তাধীন কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে আসা কাউকে নিয়োগ দিলে নিজেরাও হয়তো বাড়তি নজরদারির মুখে পড়তে পারেন; এমন আশঙ্কাই কাজ করছিল। আমার দৃষ্টিতে, পুরো ঘটনার সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিকটি হলো এটাই; তীব্র ভয়ের পরিবেশ।

একজন সাংবাদিক হিসেবে, হাইকোর্টের আদেশটি পর্যালোচনা করলে এর গভীর তাৎপর্য কী বলে আপনার মনে হয়?

ইডি-র মামলাটিকে বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা হিসেবে দেখা উচিত নয়। সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী আইন এবং প্রতিরোধমূলক আটক-এর মতো আরও অনেক আইন রয়েছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতে এসবই বিভিন্ন হাতিয়ার হিসেবে রয়েছে এবং ভবিষ্যতে এগুলোর যেকোনও আইনই ব্যবহার করা হতে পারে।

শেষ পর্যন্ত মূল বিষয়টি হলো, সংবাদমাধ্যম যখন স্বাধীনভাবে কাজ করতে বা তার ভূমিকা পালন করতে পারে না, তখন কী ঘটে। দুর্ভাগ্যবশত, সংবাদমাধ্যমের ওপর এর প্রভাব এখন আর কেবল সাংবাদিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। আজ যখন আপনি সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো পোস্ট করেন, তখন কি আপনিও সংবাদমাধ্যমের অংশ হয়ে ওঠেন না? এগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। মানুষ প্রায়শই এটা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে, জনপরিসরে তারা যা করেন, তা কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের কাজের মতোই। যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসারের ফলে যেমন ‘পাবলিক স্ফিয়ার’ বা জনপরিসর বিস্তৃত হয়েছে, তেমনি এ ধরনের হস্তক্ষেপের পরিধিও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০২৩ সালে প্রকাশিত নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর একটি প্রতিবেদনকে প্রায়শই ‘নিউজক্লিক’-এর ওপর চলা কঠোর নজরদারির ক্ষেত্রে একটি সন্ধিক্ষণ বা মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা হিসেবে দেখা হয়। ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হয় যে, চীনের সরকারি বয়ান বা আখ্যান প্রচারের বিনিময়ে আপনারা অর্থ নিয়েছিলেন। **এখন পেছন ফিরে তাকালে, সেই প্রতিবেদন এবং পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে তার ভূমিকা সম্পর্কে আপনার কী অভিমত?**

ভারতে নিউ ইয়র্ক টাইমসের মতো সংবাদমাধ্যমের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে এবং অনেকেই তাদের প্রতিবেদনকে বিনা প্রশ্নে সত্য বলে মেনে নেন। আমাদের ক্ষেত্রেও ঠিক সেটাই ঘটেছিল। আমার মতে, নিউ ইয়র্ক টাইমস এক্ষেত্রে একটি প্রশ্নবিদ্ধ ভূমিকা পালন করেছিল। চীনের সাথে কোনও যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা

চার পাতায়

নেহরুকে ছাপিয়ে গেছেন মোদি

দুই পাতার পর

বলা হয়েছে), তবে ৯৩ শতাংশের হিসাবটি কোথা থেকে এল? আসলে, ইডি তাদের সাফল্যের হিসাব মোট দায়ের করা মামলার ভিত্তিতে নয়, বরং নিষ্পত্তি হওয়া মামলার ভিত্তিতে করছে; এর ফলে প্রকৃত দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ঘটনা ছাড়াই তাদের কাজের ফলাফল বা পারফরম্যান্সের হার বেশি দেখাচ্ছে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ফলাফল দেখানোর জন্য রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিদের তীব্র চাপের মুখে রয়েছে সংস্থাটি। শুরুতেই, এক ধরণের কৌশলের অংশ হিসেবে রাজনৈতিকভাবে লক্ষ্যবস্তু করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে তারা বাধ্য হয়েছিল। ‘অপারেশন লোটাস’-এর অংশ হিসেবে ওই নেতাদের শাসক দলে যোগ দিতে বাধ্য করার লক্ষ্যেই এমনটা করা হয়েছিল। দৃশ্যত, পরবর্তী সময়ে ইডি কর্মকর্তারা বুঝতে পারেন যে আদালতে সেই অভিযোগগুলো প্রমাণ করা কার্যত অসম্ভব। ’আপনারা কোনও অপরাধীর মতো আচরণ করতে পারেন না,’ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকে এমনটাই সতর্কবার্তা দিয়েছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ। ‘৫,০০০টি মামলার মধ্যে মাত্র দশটিতে সাজা হয়েছে’; বিষয়টি নিয়ে বেঞ্চ বিস্ময় প্রকাশ করে। আদালত মন্তব্য করে যে, সংস্থাটির অন্তত নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা উচিত। দুর্ভাগ্যবশত, রাজনৈতিক কর্তাদের খুশি করার তুলনায় এ বিষয়ে কর্মকর্তাদের মাথাব্যথা অনেক কম।

অন্য সংস্থা সিবিআই-এর অবস্থাও তথৈবচ। গত বছর সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন (CVC) জানিয়েছিল যে, সিবিআই-এর দায়ের করা ৭,০০০-এরও বেশি দুর্নীতির মামলা বিচারের অপেক্ষায় ঝুলে আছে। এর মধ্যে ২,২৫০টিরও বেশি মামলা দশ বছর ধরে এবং ৩৭৯টিরও বেশি মামলা বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিচারাধীন অবস্থায় পড়ে আছে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪-এর হিসাব অনুযায়ী, মোট মামলার মধ্যে ১,৫০৬টি মামলা তিন বছরের কম সময় ধরে, ৭৯১টি মামলা তিন থেকে পাঁচ বছর ধরে এবং ২,১১৫টি মামলা পাঁচ থেকে দশ বছর ধরে বিচারাধীন ছিল।

সংসদকে জানানো হয়েছে যে, সিবিআই-এর দায়ের করা মামলাগুলোতে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার হার (conviction rate) ২০২০ সালের ৬৯.৮৩ শতাংশ থেকে কমে ২০২১ সালে ৬৭.৫৬ শতাংশে নেমে এসেছে। তবে, ২০১৭ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে বিধায়ক ও সাংসদদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার সংখ্যা ছিল ৫৬টি। সিবিআই-এর পক্ষের আইনজীবীকে ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, ‘আপনাদের দোষী সাব্যস্ত করার হার খুবই কম। এটি অপরাধীদের উৎসাহিত করে।’ তিনি এই মন্তব্যটি করেছিলেন ‘আবগারি দুর্নীতি মামলা’ (excise scam)-র সর্বশেষ অভিযুক্তকে জামিন দেওয়ার সময়। উল্লেখ্য, আম আদমি পার্টির বেশ কয়েকজন নেতা (এবং অন্যান্যদের) বিরুদ্ধে দায়ের করা এই মামলাটি মূলত দিল্লির তৎকালীন শাসক দলের বিরুদ্ধে আক্রমণের ধার বাড়াতে শাহ ব্যবহার করেছিলেন। আদালত ভারত রাষ্ট্র সমিতির নেত্রী কে. কবিতাকে মুক্তি দেয়, যিনি এই মামলায় সর্বশেষ অভিযুক্ত ছিলেন। অভিযুক্তদের তালিকায় আপ (AAP) নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং মণীশ সিসোদিয়াও ছিলেন। প্রধান বিচারপতি সিবিআই-কে বলেন, ‘গত ২১ বছরে আমি এমন কোনও মামলা দেখিনি যেখানে একশোর কম সাক্ষী রয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ২০০ বা ৩০০ সাক্ষী থাকে... রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় যাদের দেখা গেছে, তাদের সবাইকেই সাক্ষী বানিয়ে দেওয়া হয়। তারা এভাবেই কাজ করে।’

আমলাদের নিয়ে গড়া কৌশল-ভাণ্ডার

রিটার্নিং অফিসারদের নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসাটা অমিত শাহের কৌশল-ভাণ্ডারের সর্বশেষ সংযোজন। মধ্যপ্রদেশে রাজ্যসভার একটি আসন বিজেপি জয় করেছে রিটার্নিং অফিসারের কাছ থেকে পাওয়া এক অনুকূল সিদ্ধান্তের সুবাদে; ওই কর্মকর্তা কংগ্রেসের মীনাক্ষী নটরাজনের মনোনয়নপত্র বাতিল করেছিলেন। তেলেঙ্গানার একটি আদালতে নিজের বিরুদ্ধে থাকা একটি ‘ফৌজদারি’ মামলার তথ্য গোপন করার অভিযোগের ভিত্তিতেই ওই মনোনয়নপত্রটি বাতিল করা হয়েছিল। কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক সিংভির মতে, নটরাজনের বিরুদ্ধে কোনও আদালতে কোনও মামলা ছিল না। একজন ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু কোনও আনুষ্ঠানিক মামলা নথিভুক্ত করা হয়নি। তা সত্ত্বেও রিটার্নিং অফিসার নটরাজনের নথিপত্র সরাসরি খারিজ করে দেন। অন্যদিকে, ঠিক একই ধরনের একটি ঘটনায় ঝাড়খণ্ডের রিটার্নিং অফিসার বিজেপি প্রার্থী পরিমল নাথওয়ানিকে তাঁর দাবির সপক্ষে প্রমাণ পেশ করার জন্য অতিরিক্ত সময় দিয়েছিলেন। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে দুই রিটার্নিং অফিসার পরস্পরবিরোধী অবস্থান নিয়েছেন, তবে উভয় ক্ষেত্রেই তা ছিল শাসক দলের অনুকূলে। পশ্চিমবঙ্গে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর আধিকারিকদের মতো এই রিটার্নিং অফিসাররাও কি তাঁদের এই ‘সহায়তা’র জন্য পুরস্কৃত হবেন?

সৌজন্যে : দ্য ওয়ার ডট ইন, ১৬ জুন ২০২৬ (thewire.in), শিরোনাম আমাদের।

আজ আমি যাযাবর

ছবি : পার্থ মিত্র

প্রতিজ্ঞা রাখলেন, চুল-দাড়ি কামালেন প্রবীণ সাংবাদিক চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

সংবাদদাতা : চুল-দাড়ি কেটে প্রতিজ্ঞা পালন করলেন প্রবীণ সাংবাদিক, নূতন জগৎ পাক্ষিক সংবাদপত্রের সম্পাদক চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। ৮ জুন সোমবার বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ নিজের বাসভবনে ক্ষৌরকার ডেকে তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করলেন তিনি। এদিন চুল-দাড়ি কামিয়ে ফেলে নতুন সরকারের কাছে সুশাসন দেওয়ার দাবি জানালেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন স্বৈরাচারী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপশাসনের অবসান হলে চুল-দাড়ি কামাবেন তিনি। একসময় বামফ্রন্টের স্বৈরাচারী অপশাসনের অবসান চেয়েও সরব হয়েছিলেন চিত্তবাবু। কিন্তু পরে তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনে লাগামছাড়া দুর্নীতি, সিন্ডিকেট রাজ, তোলাবাজির বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন তিনি। ২০২০ সালে করোনা অতিমারির সময়ে তাঁর স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান স্বাধীনতা সংগ্রামী সুধীর কুমার চ্যাটার্জি স্মৃতি ভবন দখল করে নেয় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। উল্লেখ্য, সরকারি প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করার পাশাপাশি সাংবাদিকতা ও নানান সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন তিনি। এসব কর্মকাণ্ডের বিকাশের লক্ষ্যে ২০০৩ সালে হাবড়া থানা এলাকার সংহতিতে বিদ্যাসাগর পল্লীতে নিজের সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে ২৩ শতক জমি কিনে তিনি গড়ে তুলেছিলেন সুধীর কুমার চ্যাটার্জি স্মৃতি ভবন। সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ, প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ শিবির, শারীরশিক্ষা প্রশিক্ষণ শিবির-সহ নানান ধরনের কর্মকাণ্ড সংগঠিত করা হতো এই ভবনে। সংহতির এই বাড়িটি মাস্টারমশায়ের আশ্রম নামে পরিচিত ছিল। করোনা অতিমারির সময়ে চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মারা গেছেন প্রচার করে ওই ভবনটি দখল করে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা।

এদিন চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় জানান, তখন তাঁর বয়স ৮০ পেরিয়েছে। তিনি ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই অসুস্থ। স্ত্রী শয্যাশায়ী। ওই পরিস্থিতিতে বাইরে বেরিয়ে তাঁর ওই বাড়ি দখলের বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো অবস্থা ছিল না। ঘরে বসে হাবড়া থানা, জেলাশাসকের দফতর, মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে চিঠি লিখে তাঁর ওই বাড়ি দখলের বিষয়ে জানান। কিন্তু কোনও দফতর থেকেই কোনও সাড়া পাননি। তখন প্রতিজ্ঞা করেন যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বৈরাচারী শাসন, সিন্ডিকেট রাজ-এর অবসান ঘটলে চুল-দাড়ি কেটে প্রতিবাদ জানাবেন তিনি এবং নতুন সরকারের কাছে তাঁর জমি উদ্ধারের জন্য দাবি করবেন। সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সামনে এদিন চুল-দাড়ি কামিয়ে ফেলেন তিনি। এখানেই শেষ নয়, কামিয়ে ফেলা চুল-দাড়ি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে ডাকযোগে পাঠিয়েছেন বলেও জানান। একই সঙ্গে রাজ্যের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও রাজ্যপালের কাছেও তাঁর বাড়ি দখলের বিষয় জানিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ করার দাবি করে চিঠি পাঠিয়েছেন তিনি। ৮৩ বছর বয়সী প্রবীণ সাংবাদিকের এই অভিনব প্রতিজ্ঞা পালন এদিন অবাক করেছে ক্ষৌরকারকেও। তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে এই পেশায় যুক্ত থাকলেও এমন প্রতিজ্ঞা পালনে চুল-দাড়ি কামানোর ঘটনা তাঁর জীবনে এই প্রথম ঘটল।

ইউনাইটেড এসোসিয়েশন অব ক্রিকেট একাডেমিস-এর সূচনা হাবড়ায়

আশিস কুমার ঘোষ : উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ, গাইঘাটা, হাবড়া, অশোকনগর, দত্তপুকুর, বারাসাত-সহ বিভিন্ন ক্রিকেট একাডেমিকে এক ছাতার নিচে এনে তৈরি করা হলো ইউনাইটেড এসোসিয়েশন অব ক্রিকেট একাডেমিস। ইতিমধ্যে ১২টি ক্রিকেট কোচিং একাডেমি এই এ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সংস্থার সভাপতি মনোনীত হয়েছেন শুভঙ্কর ঘোষ এবং সম্পাদক কার্তিক দে। ১০ জুন বুধবার হাবড়ায় এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সংস্থার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এদিন এই এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, ছোট ছোট শিশুদের মধ্য থেকে প্রতিভাবান ক্রিকেটার তৈরি করার ক্ষেত্রে কোচিং সেন্টারগুলোকে বিভিন্ন সময়ে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। সমবেত ভাবে এই সমস্যা মোকাবেলা করতে এই এ্যাসোসিয়েশন আগামী দিনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। অনূর্ধ্ব ১৩, ১৫ ও ১৮ বছর বয়সী তিন বিভাগে উদীয়মান ক্রিকেটার বাছাই করে জাতীয় স্তরে খেলার সুযোগ সৃষ্টি করবে এই এ্যাসোসিয়েশন। এদিন এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জেলার প্রায় শতাধিক খুদে ক্রিকেটার ও তাদের অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে গোবরডাঙ্গায় প্রতিবাদ সভা সিটুর

সংবাদদাতা : পুনর্বাসন বা বিকল্প ব্যবস্থা না করে গোবরডাঙ্গা স্টেশন ও সংলগ্ন হাজার হাজার হকার-ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পেটে লাথি মারা অমানবিক উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ৬ জুন শনিবার সন্ধ্যায় প্রতিবাদ সভা ও মিছিল করল হকাররা। সেই সঙ্গে গোবরডাঙ্গা রেলস্টেশন ম্যানেজারকে গণ ডেপুটেশন দেয় তাঁরা। এদিন সিটুর নেতৃত্বে আয়োজিত এই প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন সিটুর নেতা কপিল ঘোষ, কৃষ্ণ চৌধুরী, গার্গী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। গার্গী এদিন বলেন, মহিলা যাত্রীদের পাশে পাহারা হয়ে থাকে হকাররা। অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে নিয়ে যায়। আমরাও চাই স্টেশনের উন্নতি হোক। কিন্তু হকারদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থাও হোক। দমদমে যেদিন রাতে হকার উচ্ছেদ হলো, দোকানপাট ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হলো, সেদিন হকারেরা কাঁদতে কাঁদতে বলছিল, মুখ্যমন্ত্রী কোথায়? ২০২৪ সালে হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে শুভেন্দু অধিকারী তার ওপর দিয়ে বুলডোজার চালিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন। সেকথা উল্লেখ করে হকারদের প্রশ্ন, মুখ্যমন্ত্রী কোথায়? সিটু নেত্রী দাবি করেন, ছয়টি জায়গায় উচ্ছেদ অভিযানকে আটকে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। লড়াই করে এখানেও উচ্ছেদ অভিযানকে আটকে দিতে হবে।

তিন পাতার পর

‘হয়তো মানুষ সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আরও সাহস পাবে’

করার সময় তারা বারবার নিউজক্লিকের মাত্র একটি প্রতিবেদনের ওপর নির্ভর করেছিল। আমার জানা মতে, ওই অভিযোগগুলোর সমর্থনে নিউজক্লিকের অন্য কোনও প্রতিবেদনের উল্লেখ করা হয়নি। তারা যে প্রতিবেদনটির কথা বলেছিল, সেটি ছিল গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে এবং ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিয়ে। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে যে মুক্তি আন্দোলন হয়েছিল, তাতে চীনা বিপ্লব ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা; যার প্রশংসা স্বাধীন ভারতও করেছিল। সেই ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করাকে চীনের রাষ্ট্রীয় প্রচারের (প্রোপাগান্ডা) সমতুল্য বলে গণ্য করাটা একেবারেই অযৌক্তিক। নিউ ইয়র্ক টাইমসের কাছে ঔপনিবেশিকতা হয়তো কোনও বড় বিষয় নয়, কিন্তু আমাদের চেতনার গভীরে এটি গভীরভাবে প্রোথিত। মানচিত্র সংক্রান্ত অভিযোগগুলোও ছিল একইভাবে ভিত্তিহীন। সম্ভবত আমরাই ছিলাম হাতেগোনা কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের মধ্যে একটি, যারা সবসময় ভারত সরকারের আনুষ্ঠানিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি মানচিত্র ব্যবহার করত। নিউজক্লিক কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিটি মানচিত্রই ‘সার্ভেয়ার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া’-র প্রকাশিত মানচিত্রের সাথে মিলিয়ে যাচাই করা হতো। আমরা ‘চীনা মানচিত্র’ ব্যবহার করছিলাম; এই দাবিটি ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বিদ্রূপের বিষয় হলো, আমার গ্রেপ্তারের পর যখন সাংবাদিকরা ‘নিউজক্লিক’-এর সমর্থনে বিক্ষোভের আয়োজন করেছিলেন, তখন দিল্লিতে কর্মরত ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস’-এর প্রতিনিধিরাও তাতে অংশ নিয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস, এমন এক পরিবেশ তৈরিতে ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস’ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল যা এই দমন-পীড়নের পথ প্রশস্ত করেছে। বৃহত্তর পরিসরে বলতে গেলে, আমার মনে হয় বড় গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান এবং তাদের নিজ নিজ দেশের রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে প্রায়শই এক গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস’-এর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। অন্যান্য অনেক প্রকাশনার তুলনায় তাদের সম্পাদকীয় অবস্থান হয়তো কিছুটা প্রচ্ছন্ন বা সূক্ষ্ম হতে পারে, কিন্তু ফিলিস্তিনের মতো বড় ভূ-রাজনৈতিক সংঘাতের সময় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমার দৃষ্টিতে, ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস’-এর সংবাদ পরিবেশনা ‘নিউজক্লিক’-এর বিরুদ্ধে চালানো প্রচারকে এক ধরনের বৈধতা দিয়েছে এবং এমন পরিস্থিতি তৈরিতে সহায়তা করেছিল যার ফলে আমাদের মতো একটি প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্যবস্তু করা সম্ভব হয়। বিচারকও পুরো আইনি প্রক্রিয়াটি নিয়ে সমালোচনা করেন। প্রবীণ সাংবাদিক প্রবীর পুরকায়স্থ বা পদ্ধতিগত বিষয়; যদিও আদালত স্পষ্টভাবে বলেছে যে এক্ষেত্রে কোনো মামলা দাঁড়ায় না। আমার কাছে বিষয়টি অনেক বড় একটি প্রশ্নের সাথে জড়িত।

জনগণ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কটা কেমন হওয়া উচিত?

রাষ্ট্রের হাতে থাকা বিভিন্ন হাতিয়ারের ব্যবহার এবং তা ব্যবহারের রাজনৈতিক পরিণতির প্রতি জনগণ কীভাবে সাড়া দেয়, তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। আমার ধারণা, এই রায়ের পর দুটি বিষয় ঘটতে পারে। প্রথমত, সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য মানুষ হয়তো আরও বেশি সাহস পাবে। দ্বিতীয়ত, সরকার যেভাবে অত্যন্ত নগ্নভাবে সমালোচনা দমনের চেষ্টা করেছে; যার উল্লেখ খোদ রায়েও রয়েছে; তা হয়তো কিছুটা সংযত হবে। সরকারি কর্মকর্তারাও হয়তো এখন অনুভব করতে শুরু করবেন যে, আইনের সীমা লঙ্ঘন করলে কোনও একদিন তাদের নিজেদের কর্মকাণ্ডের জন্য জবাবদিহি করতে হতে পারে। দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতার ভারসাম্য রাষ্ট্রের অনুকূলে অস্বাভাবিকভাবে ঝুঁকে ছিল। আমার মনে হয়, এই রায় সেই ভারসাম্যকে; অন্তত কিছুটা হলেও; আবার জনগণের দিকে ফিরিয়ে এনেছে। আমার কাছে এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

সৌজন্যে :
দ্য ওয়ার ডট ইন (thewire.in)
অনুবাদ আমাদের।

সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক ও প্রকাশক দিলীপ রায় কর্তৃক ৪৯১/৪ অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, সূচক - ৭৪৩২২২ থেকে প্রকাশিত এবং আয়েষা প্রিন্টার্স, মালিয়াকুড়, বামনগাছি, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে মুদ্রিত। দূরভাষ ঃ ৭৬৭৯৫২০৩৫০/৯৭৪৮২৮২৯৮৭, ই-মেল ঃ diliproy.journalist@gmail.com **সম্পাদক ঃ দিলীপ রায়**
RNI NO - WBBEN/1999/1256